০৯-০৯-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ১৪-০১৮৪ মধুবন

ডবল সেবাধারী স্বতঃই মায়াজিৎ

আজ দিলারাম বাবা তাঁর হৃদয়াসীন বাচ্চাদের সাথে এবং তাঁর স্নেহী সহযোগী বাচ্চাদের সাথে হৃদয় বিনিময় করতে এসেছেন । বাবার হৃদয়ে কি আছে আর বাচ্চাদের হৃদয়ে কি আছে, সবার হৃদয়ে তা' খুঁজে বার করতে আজ বাবা এসেছেন । বিশেষভাবে ডবল বিদেশি দূরদর্শী বাচ্চাদের সাথে হৃদয় বিনিময় করতে এসেছেন । তোমরা সবসময়ই মুরলি শুনছো, কিন্তু আজ রুহ্- রিহান অর্থাৎ অন্তরঙ্গভাবে খোলাখুলি আলাপচারিতা করতে এসেছেন, সব বাচ্চারা সহজ সরলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে কিনা ! কোনরকম অসুবিধা বা চলতে চলতে ক্লান্তি আসছে না তো, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছো না, তাই না ? তুচ্ছ বিষয়ে কনফ্যুজ্ হয়ে যাও না তো ? যখন তোমরা কোনও ঈশ্বরীয় নিয়মানুবর্তিতা বা শ্রীমতের ডিরেকশন তোমাদের সঙ্কল্পে, বাণীতে অথবা কর্ম দ্বারা উলঙ্ঘন করো, তখনই কনফিউজড হয়ে যাও । নয়তো, অত্যন্ত খুশির সাথে, স্বচ্ছন্দে, আরামে বাবার সাথে সাথে চললে কোনও মুশকিল হয়না, ক্লান্তি থাকেনা, কোনো সমস্যাও থাকেনা । যে কোনরকম দুর্বলতা সহজ জিনিসকে কঠিন বানিয়ে দেয় । তাইতো বাপদাদা বাচ্চাদের দেখে রুহ্-রিহান করছিলেন যে তোমরা এমন অতি প্রিয়, হারানিধি শ্রেষ্ঠ আত্মা, বিশেষ আত্মা, পুণ্য আত্মা, সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র আত্মা, বিশ্বের আধারমূর্ত আত্মা, তাহলে কিভাবে তোমাদের কোনরকম সমস্যা হতে পারে ? কিভাবে তোমরা বিভ্রান্ত হতে পারো ? কার সাথে চলেছো তোমরা ? বাপদাদা স্নেহ আর সহযোগের বাহুর আলিঙ্গনে তোমাদের সাথে নিয়ে চলেছেন ! স্নেহ সহযোগের বাহুডোর সদা তোমাদের কন্ঠে ! এইরকম মালায় গাঁথা বাচ্চারা বিভ্রান্ত হবে, এটা কিভাবে হতে পারে ! সদা খুশির দোলায় দোদুল্যমান বাচ্চারা সদা বাবার স্মরণে থেকে কোনোরকম কঠিন পরিস্থিতি বা দিশাহারা হতে পারেনা । আর কতো সময় তোমরা বিভ্রান্তি আর কাঠিন্যের অনুভব করবে ? বাবার পালনার ছত্রচ্ছায়ায় থেকে বিভ্রান্তিতে কিভাবে আসতে পারো ? বাবার হওয়ার পরে, শক্তিশালী আত্মা হওয়ার পরে, মায়ার ব্যাপারে নলেজফুল হওয়ার পরে, সর্বশক্তি এবং সর্ব খাজানার অধিকারী হওয়ার পরেও মায়া বা কোনো বিঘ্ন তোমাদের টলাতে পারে ? (না) এটা তোমরা খুব ধীরে বলো ! বলোঃ সে আমাদের কখনো টলাতে পারেনা ! শুধু সাবধান হও, সবার ফটোগ্রাফ নেওয়া হচ্ছে । তোমরা যা বলছো সব রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে । সেখানে ফিরে গিয়ে তোমরা সেসব কিছুই বদল করতে পারবে না, তাই না ! এখন থেকে শুধু স্নেহের, সেবার, উড়তি কলার বিশেষ অনুভবেরই সমাচার দেবে, তাই তো ? তোমরা পত্রে লিখবে না - "মায়া এসেছিলো, পড়ে গিয়েছিলাম, দিশাহারা হয়ে গেছিলাম, বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম, ভীত হয়েছিলাম" , এইরকম পত্র তোমরা লিখবে না, তাই না ! আজকাল দুনিয়ার সংবাদপত্রে কি সংবাদ বার হয় ? দুঃখের, অশান্তির এবং বিশৃঙ্খলার !

কিন্তু তোমাদের সমাচার পত্র কি হবে ? সদা খুশির বার্তার । খুশির অনুভব - আজ আমি বিশেষ এই অনুভব করেছি । আজ এই বিশেষ সেবা করেছি । আজ মন্সা সেবার অনুভূতি হয়েছে । আজ ভগ্নোৎসাহ ব্যক্তিকে সুখী বানিয়েছি । নীচে পড়ে থাকা কাউকে উড়িয়েছি । তোমরা এইরকম পত্রই লিখবে, তাই না ? কারণ, ৬৩ জন্ম তোমরা মায়ার কৌশলে ভুলপথে চালিত হয়েছো, তোমরা পড়ে গেছ, ঠোকরও খেয়েছো । সবকিছু করেছো আর ৬৩ জন্ম পরে এই এক শ্রেষ্ঠ জন্মে, পরিবর্তনের জন্মে, তোমাদের শুধু উত্তরণের কলা নয়, উড়তি কলার জন্ম, এতেও তোমাদের তালগোল পাকিয়ে ফেলা, পড়ে যাওয়া, ক্লান্ত হওয়া অথবা তোমাদের বুদ্ধি বিপথে যাওয়া, এইসব দেখা বাপদাদার জন্য

মুশকিল, কেননা তোমরা তাঁর স্নেহী বাচ্চা, তাই না ! সুতরাং, স্নেহী বাচ্চাদের দুঃখ তরঙ্গের এই অল্প সময়টুকু দেখে সুখদাতা বাবা সহ্য করতে পারেন না । বুঝেছো তোমরা ! তাহলে এখন সদাকালের জন্য তোমরা অতীতকে অতীত বানিয়ে দিয়েছো তো ! কোনো সময় কোনো বাচ্চা যদি সামান্য হলেও বিভ্রান্ত হয় বা মায়ার বিঘ্নে প্রভাবিত হয় অথবা কমজোর হয়ে যায়, সেই সময়ে বতনে বাপদাদার সামনে সেই বাচ্চাদের চেহারা কেমন দেখাবে জানো তোমরা ? মিকি মাউসের কার্টুনের মতো । কখনো কখনো মায়ার বোঝাতে তোমরা মোটা হয়ে যাও । কখনো পুরুষার্থে হিম্মতহীন হয়ে তোমরা ছোট হয়ে যাও । মিকি মাউসও কিছু ছোট, কিছু মোটা হয়, তাই না ! তোমরা মিকি মাউস হবেনা তো ? বাপদাদাও এই খেলা দেখে আমোদিত হন । কখনো তোমাদের ফরিস্তা রূপ, কখনো মহাদানী রূপ, কখনো সবার প্রতি স্নেহী সহযোগী রূপ, কখনো ডবল লাইট রূপ , অন্য সময়ে আবার কখনো কখনো মিকি মাউসও হয়ে যাও । কোন রূপ তোমাদের পছন্দ হয় ? এইরকম ছোটো মোটা রূপ তো তোমাদের পছন্দ হয়না, তাই না ! বাপদাদা দেখছিলেন বাচ্চাদের এখনো কতো কাজ করতে হবে । যতটা তোমরা করেছো সেই তুলনায় বাকি কাজ তো কিছুই না । এখন কতজনকে সন্দেশ (বার্তা) দিয়েছো ? কমপক্ষে সত্যযুগের প্রথম জনসংখ্যা ন'লাখ তো প্রস্তুত করো । তোমাদের বেশিই বানাতে হবে কিন্তু এখন তো ন'লাখ প্রস্তুত করো । বাপদাদা দেখছিলেন কতো সেবা এখনও তোমাদের করতে হবে । যাদের ওপর সেবার এত দায়িত্ব তারা কতো বিজি হবে ! তাদের কোনকিছু ভাবার কি ফুরসৎ হবে ? যারা বিজি থাকে তারা সহজেই মায়াজিৎ হয় । তারা কিসে বিজি থাকে তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা, মন্সা দ্বারা, বাণী দ্বারা, কর্ম দ্বারা, সম্পর্ক দ্বারা সবরকমের সেবায় বিজি । মন্সার সাথে সাথে বাণী এবং কর্ম দ্বারা সেবাও হতে হবে । কর্মই করো বা কিছু বলো, যেন তোমরা শুধু ডবল লাইট, ডবল মুকুটধারী, ডবল পূজ্য হিসেবে তোমরা ডবল বরসা লাভ করো, একইভাবে সেবাও ডবল হতে হবে । শুধু মন্সা নয়, শুধু কর্ম নয়, বরং মন্সার সাথে সাথে কর্মও হতে হবে । একেই বলা হয়ে থাকে ডবল সেবাধারী । এইরকম ডবল সেবাধারী স্বতঃই মায়াজিৎ । বুঝেছো তোমরা ? তোমরা শুধুমাত্র সিঙ্গল সেবা করো । যদি তোমরা শুধু বাণী বা কর্ম দ্বারা সেবা করো তবে মায়া তোমাদের সাথী হওয়ার চান্স পেয়ে যায় । মন্সা সেবা অর্থাৎ স্মরণ ; স্মরণে থাকা হলো বাবার সহায় হওয়া । সুতরাং,যখন তোমরা ডবল হও, যখন তোমাদের সাথী সাথে থাকেন, তখন মায়া সাথী হতে পারেনা । যখন তোমরা সিঙ্গল থাকো, মায়া তোমাদের সাথী হয়ে যায় । তারপরে তো বলো যে তোমরা অনেক সেবা করেছো ! সেবা করে তোমরা খুশিও হও, কিন্তু সেবার ভিতরেও মায়া এসে যায় । সেটার কারণ কি ? তোমরা সিঙ্গল সেবা করেছো । ডবল সেবাধারী হওনি । এখন, এই বছর, ডবল বিদেশি কোন বিষয়ের প্রাইজ নেবে ? প্রাইজ তো চাই তোমাদের, তাই না !

যে যে সেবাকেন্দ্র এই বছর সেবায়, স্ব স্থিতিতে সদা নির্বিঘ্ন থেকে, নির্বিঘ্ন বানানোর ভাইব্রেশন বিশ্বে ছড়িয়ে দেবে, সারা বছর কোনও বিঘ্নে প্রভাবিত হবেনা, এইরকম সেবা আর স্থিতিতে যে সেবাকেন্দ্র একজাম্পল হবে তার নাম্বার ওয়ান প্রাইজ প্রাপ্ত হবে । এমন প্রাইজ তো নেবে, তাই না ! যে সেন্টারই চায় এটা নিতে পারে । তারা এই দেশেরই হোক বা বিদেশের, কিন্তু সারা বছর ধরে তারা অবশ্যই নির্বিঘ্ন হবে । সেন্টারের এই পোতামেলের (হিসাব) চার্ট রাখো, যেমন তোমরা অন্য সব পোতামেল রাখো । তোমরা নোট করে রাখো, কতো প্রদর্শনী তোমরা করেছো, কতো লোক এসেছিলো, ইত্যাদি । একইরকমভাবে প্রতি মাসে তোমাদের পোতামেলেও এটা নোট করে রাখো, এই মাস, ক্লাসে আসা সব ব্রাহ্মণ পরিবার নির্বিঘ্ন থাকে । মায়া এসেছে এমন কোনো ব্যাপার নয় । এমন নয় যে মায়া আসবেই না । মায়া আসলেও মায়ার বশ হবেনা । মায়ার কাজ আসা আর তোমাদের কাজ

মায়াকে জয় করা । তার প্রভাবে না আসা । নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে মায়াকে সরাবে নাকি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হবে ! সুতরাং বুঝেছো তোমরা, কোন প্রাইজ নিতে হবে ? একজনও যদি বিঘ্নবশ হয় তাহলে প্রাইজ হবেনা, কারণ সবাই তোমরা সাথী, তাই না ! সবাইকে পরস্পরের সাথে সহগামী হয়ে নিজের ঘরে যেতে হবে, তাই না ! এইজন্য তোমাদের সেবাকেন্দ্রের বাতাবরণ সদা এমন শক্তিশালী হতে হবে যাতে বাতাবরণও সকল আত্মাদের জন্য সদা সহযোগী হয়ে যায় । শক্তিশালী বাতাবরণ দুর্বলকেও শক্তিশালী বানানোয় সহযোগী হয়, ঠিক দুর্গের মতো । দুর্গ কেন বানানো হয় ? যাতে দুর্গের ভিতরে প্রজা সেফ থাকে । একজন রাজার জন্য কুঠুরি বানানো হয় না, বরং তারা দুর্গ বানিয়েছে । তোমরাও সবাই নিজের জন্য, তোমাদের সাথীদের জন্য, অন্য আত্মাদের জন্য শক্তিশালী জ্বালারূপ দুর্গ বানাও । স্মরণের শক্তির জ্বালা হতে হবে । এখন দেখা যাবে বছরের শেষে কে প্রাইজ নেবে ! নিউ ইয়ার পালন করতে এখানে আসো তোমরা, তাই না ! সুতরাং, যারা বিজয়ী হবে তাদের বিশেষ নিমন্ত্রণ জানিয়ে বিশেষভাবে ডাকা হবে । একা বিজয়ী হবেনা । পুরো সেন্টার বিজয়ী হতে হবে । সেই সেন্টারের সেরিমনি অনুষ্ঠিত হবে । তারপরে দেখা যাবে বিদেশ এগিয়ে নাকি দেশ ! আচ্ছা, আর কোনো মুশকিল নেই তো, আছে ? মায়ার কোনও রূপ সমস্যা তৈরি করছে না তো ? স্মৃতিচিহ্নে তোমরা কি কাহিনী শুনেছো ? সুর্পণখা যখন বিরক্ত করছিলো, তখন তার সাথে কি হয়েছিলো ? মায়ার নাক কাটতে জান না তোমরা ? এখানে, সবকিছু সহজেই হয়ে যায়, ইন্টারেস্টিং করার জন্য তারা এটাকে একটা কাহিনী বানিয়ে দিয়েছে । মায়াকে একবার আঘাত করলেই যথেষ্ট । মায়ার কোনো শক্তিমত্তা নেই । এটা শুধু ভিতরের দুর্বলতা । সে মরেই আছে । তার শেষ শ্বাসটুকু এখন বাকি আছে । তোমাদের সেটা শেষ করে বিজয়ী হতে হবে, কারণ তোমরা তো অন্তিম মুহূর্তে পৌঁছে গেছ, তাই না ! শুধু বিজয়ী হয়ে বিজয়ের হিসেব অনুযায়ী তোমাদের রাজ্যভাগ্য পাওয়ার আছে । এইজন্য এই অন্তিম শ্বাসে নামমাত্র বিজয়ী হতে হবে । যারা মায়াজিৎ তারাই তো জগতজিৎ, তাই না ! রাজ্যভাগ্য হ'লো বিজয় প্রাপ্ত করার ফল, এইজন্য মায়ার এই খেলা নামমাত্র । এটা যুদ্ধ নয়, খেলা । বুঝেছো তোমরা ! আজ থেকে মিকি মাউস হয়োনা । আচ্ছা !

সত্যযুগের স্থাপনা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ -

কল্প পূর্বের, স্বর্গের মার্জ (আত্মার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এখন) হওয়া তোমাদের সংস্কার যদি ইমার্জ (জাগ্রত করো) করো, তবে তোমরা নিজেদের সত্যযুগী শাহজাদী বা শাহজাদা অনুভব করবে । যখন তোমরা সত্যযুগী সংস্কার ইমার্জ করবে, সব রীতি-রেওয়াজ এমনভাবে স্পষ্ট ইমার্জ হবে যেন কালকেরই ব্যাপার, কাল এইরকম করতাম - এমন অনুভব করতে পারবে ! স্বর্ণযুগ, সত্যের যুগ - এর অর্থ বিভিন্ন ধরনের সুখ থাকা- প্রকৃতির সুখ, আত্মার সুখ, বুদ্ধির সুখ, মনের সুখ, সম্বন্ধের সুখ, যা যা সুখ হয় সেই সবটা থাকা । সুতরাং, এখন ভাবো প্রকৃতির সুখ কেমন হবে, মনের সুখ কি হবে, সম্বন্ধের সুখ কি হবে -এই সব ইমার্জ করো । এই দুনিয়ায় যেটাই তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে, সেসব জিনিস পিওর রূপে, সম্পন্ন রূপে, সুখদায়ক রূপে সেখানে হবে । তা'সে ধনই হোক, মনই হোক অথবা আবহাওয়া সব প্রাপ্তিই শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ, একেই বলা হয়ে থাকে সত্যযুগ । শুধু ভাবো এটা খুব ভালো থেকেও ভালো একটা সম্পূর্ণ সুখদায়ী ফ্যামিলি; সেখানে রাজা প্রজার আলাদারকম পদ হওয়া সত্ত্বেও সব ক্রিয়াকর্ম পরিবাররূপে চলে । তারা কাউকে এটা বলবে না যে এরা দাস- দাসী । তারা নম্বরক্রমে হবে, তারা সেবা করবে, কিন্তু কেউ দাসী, এই ভাবনা কারও মধ্যে থাকবে না । পরিবারে সর্ব সম্বন্ধ খুশির, সুখী পরিবার, সমর্থ পরিবার, এই পরিবারের সবকিছু শ্রেষ্ঠ । তোমরা জিনিস কিনতে দোকানে যাবে, কিন্তু সেখানে কোনো আর্থিক লেনদেন হবেনা । পরিবারের লেনদেনের

হিসেবে কিছু দেবে কিছু নেবে । গিফ্ট হিসেবে মনে করবে । পরিবারে একটা নিয়ম আছে । উদাহরণস্বরূপ, যখন কারও কাছে অনেক থাকে তখন সবার মধ্যে ভাগ করে দেয়, লেনদেনের হিসেবে নয় । কাজ-কারবার চালানোর জন্য প্রত্যেককে তার নিজের নিজের ডিউটি দেওয়া হয়ে থাকে, যেমন এখানে মধুবনের মতো । কেউ জামাকাপড় সামলায়, কেউ আনাজপাতি সামলায়, কেউ পয়সা তো দাও না, তাই না ! যেমনই হোক, সবকিছুর চার্জে তো লোক আছে, তাই না । এইরকম সেখানেও হবে । সব জিনিস অফুরান, এইজন্য জী হাজির অর্থাৎ সবকিছু সহজলভ্য । কিছুরই অভাব নেই । তোমাদের যার যেমন চাই, যতো চাই তোমরা নিতে পারো, বিজি থাকার এটা একটা সাধন । শুধুই বিনোদনের খেলা । কাউকে নিজের হিসেব কড়ি দেখানোর কিছু নেই । এখানে এটা সঙ্গমযুগ । সঙ্গমযুগ অর্থাৎ ইকনমি । সত্যযুগ অর্থাৎ খাও-দাও, যেমন ইচ্ছে খরচ করো । তোমাদের ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা । যেখানে ইচ্ছা সেখানে তোমাদের হিসেবনিকেশ করতে হয় । ইচ্ছার কারণেই উপর-নিচে হয়ে যায় । ওখানে ইচ্ছাও নেই, অভাবও নেই । সর্বপ্রাপ্তিও আছে আর সম্পন্নতাও আছে, সুতরাং আর কি চাই ! এমন নয় যে কোনো জিনিস ভালো লাগলো তো বেশি নিয়ে নিলে, তোমরা ভরপুর থাকবে । তোমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ থাকবে । সত্যযুগে তো তোমাদের যেতেই হবে, তাই না ! সর্বতোভাবে প্রকৃতি তোমাদের সেবা করবে । (সত্যযুগে বাবা তো থাকবেন না) তিনি বাচ্চাদের খেলা দেখবেন । কাউকে তো সাক্ষীও হতে হবে, তাই না । যিঁনি স্বতন্ত্র, তিনি তো স্বতন্ত্রই থাকবেন ! তিনি প্রিয় হবেন, কিন্তু পৃথক হয়েও প্রিয় হবেন । প্রিয় হওয়ার খেলা তো তিনি এখন খেলছেন , তাই না ! সত্যযুগে স্বতন্ত্র থাকাই সবচেয়ে ভালো । নয়তো, যখন সবাই তোমরা একসাথে নিচে পড়বে তোমাদের ওপরে কে টেনে তুলবে ? সত্যযুগে প্রবেশ অর্থাৎ চক্রে যাওয়া । আচ্ছা - যখন তোমরা সত্যযুগে জন্ম নেবে তখন আমাকে নিমন্ত্রণ কোরো, সেই সঙ্কল্প যদি তোমাদের মধ্যে ইমার্জ হয়, তবে আমি আসবো । সত্যযুগে যাওয়া অর্থাৎ চক্রে যাওয়া । সত্যযুগের ব্যাপারে তোমরা বাপদাদাকে আকৃষ্ট করছো ! আচ্ছা - সেখানে এত বৈভব হবে যা তোমরা সব খেতেও পারবে না । শুধু দেখতে থাকবে । আচ্ছা !

এইরকম সদা সমর্থ আত্মাদের, যারা সদা মায়াজিৎ তথা জগতজিৎ আত্মা, যারা সদা সহজ যোগী হওয়ার বরদান লাভ করছে, ডবল সেবাধারী, ডবল মুকুটধারী, ডবল লাইট, এইরকম বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

বরদানঃ - তোমাদের আত্মিকতা (রুহানিয়ত) বজায় রেখে স্বমানের সীটে বসে সদা সুখী, সর্বপ্রাপ্তির প্রতিমূর্তি ভব

সব বাচ্চার মধ্যে কোনও না কোনো গুণের বিশেষত্ব আছে । সবাই বিশেষ, গুণবান, মহান, মাস্টার সর্বশক্তিমান - এই রুহানী নেশা সদা স্মৃতিতে থাকলে তাকেই বলা হয় স্ব-মান । এই স্বমানে অভিমান আসতে পারেনা । অভিমানের সীট কাঁটার সীট, এইজন্য সেই সীটে বসার চেষ্টা কোরো না । আত্মিকতায় (রুহানিয়তে) থেকে স্বমানের সীটে যদি বসো, তবে সদা সুখী, সদা শ্রেষ্ঠ, সদা প্রাপ্তিস্বরূপের অনুভব করতে থাকবে ।

স্লোগানঃ - যারা নিজের শুভ ভাবনা দ্বারা সব আত্মাকে ক্ষমা করে এবং আশিস প্রদান করে, তারাই কল্যাণকারী ।